মোবাইল কোর্ট

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)
বাড়ি-১৪১, সড়ক-১২, ব্লক-ই, বনানী
ঢাকা-১২১৩, বাংলাদেশ।
ফোন: ৯৮৮৭৮৮৪, ৮৮২৬০৩৬, ফ্যাক্স: ৯৮৮৪৮১১
ইমেইল: info@ti-bangladesh.org
ওয়েবসাইট: www.ti-bangladesh.org

সার্বিক সংকলন ও সম্পাদনায়:
মো. হাবিবুর রহমান, ফেলো, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি

সম্পাদনা সহযোগী:
মোরশেদা আক্তার, অ্যাসিস্ট্যান্ট ফেলো, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি

বিষয় ভিত্তিক তথ্য সংগ্রহ ও সংকলন:
সিভিক এনগেজমেন্ট বিভাগের অ্যাসিস্ট্যান্ট ফেলো আ.ব.ম রাশেদুজ্জামান, মোহাম্মদ হোসেন, মো. গোলাম মোস্তফা এবং মো. মনিরুল ইসলাম জাহিদ

প্রকাশ: জুলাই ২০১১

© ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)
বাড়ি- ১৪১, সড়ক- ১২, ব্লক- ই, বনানী
ঢাকা- ১২১৩, বাংলাদেশ।
ফোন: +৮৮-০২-৯৮৮৭৮৮৪, ৮৮২৬০৩৬, ফ্যাক্স: +৮৮-০২-৯৮৮৪৮১১
ই-মেইল: info@ti-bangladesh.org
ওয়েবসাইট: www.ti-bangladesh.org

মুখবন্ধ

সেবাখাতে দুর্নীতি ও অনিয়মের অন্যতম কারণ একদিকে তথ্যের অবাধ প্রবাহে প্রতিবন্ধকতা ও অন্যদিকে সাধারণ জনগণের অনেকেরই মৌলিক অধিকার ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান থেকে তাদের ন্যায্য প্রাপ্য এবং আইন ও বিধি অনুযায়ী করণীয় সম্পর্কে যথার্থ ধারণার ঘাটতি। এ প্রেক্ষিতে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলনের অংশ হিসেবে স্থানীয় ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে তথ্য ও পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে জনগণের ক্ষমতায়নের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে।

টিআইবি এর সহযোগিতায় সচেতন নাগরিক কমিটি (সনাক) দুর্নীতি বিরোধী সামাজিক আন্দোলনকে সংগঠিত ও সম্প্রসারিত করার ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় সনাক তথ্য ও পরামর্শ ডেস্ক (Advice and Information Desk, AI-Desk) কার্যক্রমের মাধ্যমে জনগণকে বিনামূল্যে তথ্য ও পরামর্শ সেবা দিয়ে অধিকার সচেতন ও ক্ষমতায়ন করে তোলার কাজ করছে। এ কাজের অংশ হিসেবে এ তথ্যপত্রটি প্রস্তুত করা হয়েছে। তথ্যপত্র কোনো গবেষণা প্রতিবেদন নয়। এটি মূলত কোনো চলমান বিষয় ও বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানের সেবার ধরন, নির্ধারিত ফি ইত্যাদি সম্পর্কে তথ্য সংক্ষিপ্তভাবে প্রশ্ন-উত্তর আকারে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া বিদ্যমান আইন/বিধিমালা/প্রবিধানমালা/প্রজ্ঞাপন/নীতিমালা ইত্যাদি জনগণকে কী অধিকার দিয়েছে এ বিষয়েও প্রশ্ন-উত্তর আকারে তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে। তথ্যপত্রের উল্লিখিত কোনো বিষয়ের ব্যাখ্যার সাথে মূল আইন বা তার অধীন প্রণীত বিধিমালা, সরকারি গেজেট, প্রতিষ্ঠানের নির্ধারিত নিয়মকানুনের সাথে তারতম্য হলে মূল আইন বা তার অধীন প্রণীত বিধিমালা, সরকারি গেজেট, প্রতিষ্ঠানের নির্ধারিত নিয়মকানুনকে প্রাধান্য দিতে হবে। যেহেতু তথ্যপত্রে তথ্যসমূহ সংক্ষিপ্তভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে এবং সকল বিষয়ও অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি তাই কোনো আইনী প্রক্রিয়ায় যাওয়ার পূর্বে অবশ্যই মূল আইন, বিধিমালা, প্রবিধানমালা, সরকারি গেজেট ও প্রজ্ঞাপন ইত্যাদি অনুসরণ করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো।

বর্তমান সংস্করণটিতে উল্লিখিত তথ্যসমূহ জুন ২০১১ পর্যন্ত প্রকাশিত বিভিন্ন প্রকাশনা, আইন, বিধিমালা, প্রবিধানমালা, সরকারি গেজেট, প্রজ্ঞাপন, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। পরবর্তী সংস্করণটির সংশোধনের জন্য সম্মানিত পাঠক মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করবেন, এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

তথ্যপত্রটি জনগণের ক্ষমতায়নে এবং সেবাপ্রাপ্তিতে দুর্নীতি ও হয়রানি হ্রাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আশা রাখি।

ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক

মোবাইল কোর্ট

যে সকল প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে

১. প্রশ্ন: মোবাইল কোর্ট কী ? ১
২. প্রশ্ন: মোবাইল কোর্ট পরিচালনার আইনী ভিত্তি কী ? ১
৩. প্রশ্ন: কত তারিখে মোবাইল কোর্ট আইন ২০০৯ রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করেছে ? ১
৪. প্রশ্ন: মোবাইল কোর্টের উদ্দেশ্য কী ? ১
৫. প্রশ্ন: মোবাইল কোর্ট বিচার পদ্ধতি কীরূপ ? ১
৬. প্রশ্ন: কোথায় মোবাইল কোর্ট পরিচালিত হবে ? ১
৭. প্রশ্ন: কে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করতে পারেন ? ১
৮. প্রশ্ন: মোবাইল কোর্টের ক্ষমতা কী ? ১
৯. প্রশ্ন: মোবাইল কোর্টের পরিচালনা পদ্ধতি কী ? ২
১০. প্রশ্ন: অভিযুক্ত ব্যক্তি অভিযোগ স্বীকার করলে মোবাইল কোর্ট কী পদক্ষেপ গ্রহণ করবে ? ২
১১. প্রশ্ন: অভিযুক্ত ব্যক্তি অভিযোগ স্বীকার না করলে মোবাইল কোর্ট কী করবে ? ২
১২. প্রশ্ন: মোবাইল কোর্ট কোন কোন অপরাধের বিচার করতে পারবে ? ২
১৩. প্রশ্ন: গুরুতর অপরাধের ক্ষেত্রে মোবাইল কোর্ট কী করবে ? ২
১৪. প্রশ্ন: যে সকল অপরাধ উচ্চ আদালতে বিচার্য সেসব ক্ষেত্রে মোবাইল কোর্ট কী করবে ? ৩
১৫. প্রশ্ন: মোবাইল কোর্ট একজন অভিযুক্ত অপরাধিকে সর্বোচ্চ কত বছর কারাদাণ্ড দিতে পারে ? ৩
১৬. প্রশ্ন: কিভাবে শাস্তি আরোপ হবে এবং জরিমানা আদায় হবে ? ৩
১৭. প্রশ্ন: জরিমানার অর্থ আদায়ের নিয়ম কী ? ৩
১৮. প্রশ্ন: তাৎক্ষনিকভাবে জরিমানার অর্থ আদায় না করা গেলে কী হবে ? ৩
১৯. প্রশ্ন: জরিমানা না দিতে পারার ক্ষেত্রে শাস্তির নিয়ম কী ? ৩
২০. প্রশ্ন: তাৎক্ষণিকভাবে জরিমানার অর্থ না দিতে পারার ক্ষেত্রে কতদিনের শাস্তি হবে ? ৩
২১. প্রশ্ন: কারাদণ্ড ভোগ করার সময় অপরাধী জরিমানার অর্থ প্রদান করতে পারবে কি ? ৩
২২. প্রশ্ন: কারাদণ্ড ভোগ করার সময় অপরাধী জরিমানার অর্থ প্রদান করলে কী হবে ? ৩
২৩. প্রশ্ন: জরিমানা না দিতে পারার কারণে কারাদণ্ড ভোগ করলেও কি জরিমানার অর্থ প্রদান করতে হবে ? ৩
২৪. প্রশ্ন: একই অপরাধে পুনরায় বিচারের ক্ষেত্রে নিয়ম কী ? ৩
২৫. প্রশ্ন: পুলিশ এবং অন্যান্য সরকারি সংস্থা কী করবে ? ৩
২৬. প্রশ্ন: মোবাইল কোর্ট পরিচালনাকারী ম্যাজিস্ট্রেটের কী তল্লাশি, জব্দ এবং জব্দকৃত বস্তু বিলি করার ক্ষমতা আছে ? ৪
২৭. প্রশ্ন:এই অধ্যাদেশের অধীনে আপিল করা যাবে কী ? ৪
২৮. প্রশ্ন: কোথায় আপিল করতে হবে ? ৪
২৯. প্রশ্ন: এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের প্রদত্ত শাস্তির আদেশের বিরুদ্ধে কোথায় আপিল করতে হবে ? ৪
৩০. প্রশ্ন: ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের প্রদত্ত শাস্তির আদেশের বিরুদ্ধে কোথায় আপিল করতে হবে ? ৪
৩১. প্রশ্ন: কোর্ট পরিচালনাকারী ম্যাজিস্ট্রেটের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে কি ? ৪
৩২. প্রশ্ন: কোন কোন অপরাধের বিচারের জন্য ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হয় ? ৪

মোবাইল কোর্ট

১. প্রশ্ন: মোবাইল কোর্ট কী ?

উত্তর: বিচারক সচরাচর যে সকল স্থানে আদালত বসিয়ে নিত্যদিনের বিচারকার্য সম্পন্ন করে থাকেন সে স্থানে আদালত না বসিয়ে যদি অন্য কোনো স্থানে কখনও অপরাধের দ্রুত বিচার সম্পন্ন করেন তবে তাকে ভ্রাম্যমাণ আদালত বা Mobile Court বলে। জনগণের স্বার্থে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা এবং অপরাধ প্রতিরোধ কার্যক্রমকে কার্যকর ও অধিকতর দক্ষতার সাথে সম্পাদন করার জন্য কতিপয় অপরাধ তাৎক্ষণিকভাবে ঘটনাস্থলে বিবেচনায় এনে দণ্ড আরোপের সীমিত ক্ষমতা অর্পণ করে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়।

২. প্রশ্ন: মোবাইল কোর্ট পরিচালনার আইনী ভিত্তি কী ?

উত্তর: মোবাইল কোর্ট আইন ২০০৯ অনুসারে মোবাইল কোর্টের কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

৩. প্রশ্ন: কত তারিখে মোবাইল কোর্ট আইন ২০০৯ রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করেছে ?

উত্তর: ২০০৯ সালের ৬ অক্টোবর ২০০৯ তারিখে রাষ্ট্রপতির করেছে।

৪. প্রশ্ন: মোবাইল কোর্টের উদ্দেশ্য কী ?

উত্তর: মোবাইল কোর্টের উদ্দেশ্যসমূহ হলো:

- আইন শৃংখলা রক্ষা,
- অপরাধ প্রতিরোধ কার্যক্রমকে আরও বেশি কার্যকর করা,
- ঘটনাস্থলে যথাশীঘ্র অপরাধ আমলে নেয়া, এবং
- ঘটনাস্থলে দ্রুত বিচার এবং শাস্তি প্রদান করা।

৫. প্রশ্ন: মোবাইল কোর্ট বিচার পদ্ধতি কীরূপ ?

উত্তর: মোবাইল কোর্ট বিচার পদ্ধতি নিম্নরূপ:

- অভিযোগ আমলে নেওয়া,
- অভিযোগ গঠন ও পাঠ করে শোনানো, এবং
- শাস্তি ও জরিমানা

৬. প্রশ্ন: কোথায় মোবাইল কোর্ট পরিচালিত হবে ?

উত্তর: সমগ্র দেশে বা যে কোনো জেলা বা মেট্রোপলিটন এলাকায় মোবাইল কোর্ট (ভ্রাম্যমাণ আদালত) পরিচালিত হবে।

৭. প্রশ্ন: কে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করতে পারেন ?

উত্তর: আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং অপরাধ প্রতিরোধ কার্যক্রম সম্পাদনের উদ্দেশ্যে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেকে লিখিত আদেশ দ্বারা মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করার ক্ষমতা দেওয়া হয়।

৮. প্রশ্ন: মোবাইল কোর্টের ক্ষমতা কী ?

উত্তর: এ কোর্টের ক্ষমতাগুলো নিম্নরূপ:

- অভিযুক্ত ব্যক্তিকে স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে দোষী সাব্যস্ত করে মোবাইল কোর্ট অধ্যাদেশের আওতায় অপরাধীকে দণ্ড প্রদান করতে পারেন।
- তবে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার সময় এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বা ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট যদি মনে করেন সংশ্লিষ্ট অপরাধ এমন গুরুতর যে মোবাইল কোর্টে বিচার করলে তা যথোপযুক্ত হবে না। সেক্ষেত্রে অপরাধীকে দণ্ড প্রদানের পরিবর্তে না করে নিয়মিত মামলা দায়েরের ব্যবস্থা করবেন।
- এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বা ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্টেটের সম্মুখে সংঘটিত বা উদ্ঘাটিত অপরাধ যদি উচ্চতর বা বিশেষ আদালত বা ট্রাইব্যুনালের বিচার করার আওতায় পরলে উক্ত অপরাধের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ এজাহার হিসেবে গণ্য করিবার জন্য সংশ্লিষ্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসিকে নির্দেশ প্রদান করবেন।

৯. প্রশ্ন: মোবাইল কোর্টের পরিচালনা পদ্ধতি কী ?

উত্তর: মোবাইল কোর্ট পরিচালনা পদ্ধতিসমূহ হচ্ছে:

- কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে অপরাধ আমলে নেয়ার সাথে সাথে কোর্ট পরিচালনাকারী ম্যাজিস্ট্রেট সংক্ষিপ্তাকারে অভিযোগ লিখবেন।
- অভিযুক্ত ব্যক্তিকে তা পাঠ ও ব্যাখ্যা করে শোনাবেন।
- অভিযুক্ত ব্যক্তি সেই অভিযোগ স্বীকার করেন কিনা ম্যাজিস্ট্রেট তা জানতে চাইবেন।

১০. প্রশ্ন: অভিযুক্ত ব্যক্তি অভিযোগ স্বীকার করলে মোবাইল কোর্ট কী পদক্ষেপ গ্রহণ করবে ?

উত্তর: অভিযুক্ত ব্যক্তি কোনো অভিযোগ স্বীকার করলে -

- অভিযুক্তের স্বীকারোক্তি লিখে নিবেন,
- তাতে অভিযুক্তের স্বাক্ষর/টিপসই এবং দুইজন সাক্ষীর স্বাক্ষর/টিপসই নিতে হবে, এবং
- কোর্ট পরিচালনাকারী ম্যাজিস্ট্রেট লিখিতভাবে শাস্তির আদেশ প্রদান করবেন এবং তাতে স্বাক্ষর করবেন।

১১. প্রশ্ন: অভিযুক্ত ব্যক্তি অভিযোগ স্বীকার না করলে মোবাইল কোর্ট কী করবে ?

উত্তর: অভিযুক্ত ব্যক্তি কোনো অভিযোগ স্বীকার না করলে:

- কোর্ট পরিচালনাকারী ম্যাজিস্ট্রেট অভিযুক্তের আত্মপক্ষ সমর্থনে ব্যাখ্যা চাইবেন,
- ব্যাখ্যা সন্তোষজনক হলে ম্যাজিস্ট্রেট তাকে অভিযোগ থেকে অব্যাহতি দিবেন, এবং
- ব্যাখ্যা সন্তোষজনক না হলে বিচারের জন্য ম্যাজিস্ট্রেট অভিযোগটি উপযুক্ত আদালতে পাঠাবেন।

১২. প্রশ্ন: মোবাইল কোর্ট কোন কোন অপরাধের বিচার করতে পারবে ?

উত্তর: ক্ষমতাপ্রাপ্ত এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে সংঘটিত বা উদ্ঘাটিত সকল অপরাধের বিচার মোবাইল কোর্ট করতে পারবে। উল্লেখ্য যে, উক্ত অপরাধের বিচার জুডিশিয়াল অথবা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটও করতে পারেন।

১৩. প্রশ্ন: গুরুতর অপরাধের ক্ষেত্রে মোবাইল কোর্ট কী করবে ?

উত্তর: কোর্ট পরিচালনাকারী ম্যাজিস্ট্রেটের যদি মনে হয় যে এই অধ্যাদেশ অনুযায়ী নির্ধারিত শাস্তি পর্যাপ্ত না তবে তিনি অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে শাস্তির পরিবর্তে নিয়মিত মামলা দায়ের করবেন ।

১৪. প্রশ্ন: যে সকল অপরাধ উচ্চ আদালতে বিচার্য সেসব ক্ষেত্রে মোবাইল কোর্ট কী করবে ?
উত্তর: মোবাইল কোর্ট পরিচালনার সময় যদি এমন কোনো অপরাধ ঘটে বা উদ্‌ঘাটিত হয় যেসব অপরাধের বিচার উচ্চ বা বিশেষ আদালত বা ট্রাইব্যুনালে করার নিয়ম সেসব ক্ষেত্রে কোর্ট পরিচালনাকারী ম্যাজিস্ট্রেট অপরাধের সাথে জড়িত ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ এজাহার হিসেবে নেয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশ দিবেন ।

১৫. প্রশ্ন: মোবাইল কোর্ট একজন অভিযুক্ত অপরাধিকে সর্বোচ্চ কত বছর কারাদাণ্ড দিতে পারে ?
উত্তর: মোবাইল কোর্ট ২ বছরের বেশি কারাদণ্ডের আদেশ দিতে পারবে না ।

১৬. প্রশ্ন: কিভাবে শাস্তি আরোপ হবে এবং জরিমানা আদায় হবে ?
উত্তর: ফৌজদারি কার্যবিধিতে যেভাবে শাস্তি আরোপ এবং অর্থদণ্ড আদায় করা হয়ে থাকে এই অধ্যাদেশেও একইভাবে করা হবে ।

১৭. প্রশ্ন: জরিমানার অর্থ আদায়ের নিয়ম কী ?
উত্তর: ঘটনাস্থলে অপরাধ প্রমাণিত হলে জরিমানার অর্থ সাথে সাথে আদায় করতে হবে।

১৮. প্রশ্ন: তাৎক্ষনিকভাবে জরিমানার অর্থ আদায় না করা গেলে কী হবে ?
উত্তর: তাৎক্ষণিকভাবে জরিমানার অর্থ আদায় না করা গেলে বিনাশ্রম কারাদণ্ড হতে পারে।

১৯. প্রশ্ন: জরিমানা না দিতে পারার ক্ষেত্রে শাস্তির নিয়ম কী ?
উত্তর: জরিমানা না দিতে পারলে মোবাইল কোর্ট বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করবে ।

২০. প্রশ্ন: তাৎক্ষণিকভাবে জরিমানার অর্থ না দিতে পারার ক্ষেত্রে কতদিনের শাস্তি হবে ?
উত্তর: অনধিক ৩ মাস।

২১. প্রশ্ন: কারাদণ্ড ভোগ করার সময় অপরাধী জরিমানার অর্থ প্রদান করতে পারবে কি ?
উত্তর: হ্যা পারবে।

২২. প্রশ্ন: কারাদণ্ড ভোগ করার সময় অপরাধী জরিমানার অর্থ প্রদান করলে কী হবে ?
উত্তর: কারাবাসের সময় অভিযুক্ত ব্যক্তি জরিমানার সম্পূর্ণ অর্থ প্রদান করলে তখনই সে মুক্তিলাভ করবে।

২৩. প্রশ্ন: জরিমানা না দিতে পারার কারণে কারাদণ্ড ভোগ করলেও কি জরিমানার অর্থ প্রদান করতে হবে ?
উত্তর: হ্যা করতে হবে। জরিমানা না দিতে পারার কারণে অভিযুক্ত ব্যক্তি যদি আরোপিত কারাদণ্ডের সম্পূর্ণ বা আংশিক ভোগ করে থাকে তবুও তার নিকট থেকে জরিমানার অর্থ আদায় হবে।

২৪. প্রশ্ন: একই অপরাধে পুনরায় বিচারের ক্ষেত্রে নিয়ম কী ?
উত্তর: এই অধ্যাদেশের অধীনে শাস্তিপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তিকে একই অপরাধের ক্ষেত্রে পুনরায় বিচার করা যাবে না অথবা শাস্তি দেয়া যাবে না। সেক্ষেত্রে ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ৪০৩ প্রযোজ্য হবে।

২৫. প্রশ্ন: পুলিশ এবং অন্যান্য সরকারি সংস্থা কী করবে ?
উত্তর: পুলিশ এবং অন্যান্য সরকারি সংস্থা কোর্ট পরিচালনাকারী ম্যাজিস্ট্রেটকে সহায়তা করতে বাধ্য থাকবে।

২৬. প্রশ্ন: মোবাইল কোর্ট পরিচালনাকারী ম্যাজিস্ট্রেটের কী তল্লাশি, জব্দ এবং জব্দকৃত বস্তু বিলি করার ক্ষমতা আছে ?
উত্তর: হ্যা। মোবাইল কোর্ট পরিচালনাকারী ম্যাজিস্ট্রেট তল্লাশি, জব্দ এবং জব্দকৃত দ্রব্যসামগ্রী বন্টন করতে পারবেন ।

২৭. প্রশ্ন:এই অধ্যাদেশের অধীনে আপিল করা যাবে কী ?
উত্তর: হ্যা। এই অধ্যাদেশের অধীনে আরোপিত শাস্তির কারণে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি আপিল করতে পারবে ।

২৮. প্রশ্ন: কোথায় আপিল করতে হবে ?
উত্তর: সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের বা দায়রা জজের নিকট আপিল করতে হবে।

২৯. প্রশ্ন: এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের প্রদত্ত শাস্তির আদেশের বিরুদ্ধে কোথায় আপিল করতে হবে ?
উত্তর: ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের দেয়া শাস্তির আদেশের বিরুদ্ধে আপিল করা যাবে । ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট আপিলের শুনানি ও নিষ্পত্তি করবেন।

৩০. প্রশ্ন: ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের প্রদত্ত শাস্তির আদেশের বিরুদ্ধে কোথায় আপিল করতে হবে ?
উত্তর: সংশ্লিষ্ট অধিক্ষেত্রের দায়রা জজের নিকট ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের দেয়া শাস্তির আদেশের বিরুদ্ধে আপিল করা যাবে । দায়রা জজ আপিলের শুনানি ও নিষ্পত্তি করবেন।

৩১. প্রশ্ন: কোর্ট পরিচালনাকারী ম্যাজিস্ট্রেটের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে কি ?
উত্তর: না। এই অধ্যাদেশের অধীনে সরল বিশ্বাসে করা কোনো কাজের দ্বারা কোনো ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হলে তিনি কোর্ট পরিচালনাকারী ম্যাজিস্ট্রেটের বিরুদ্ধে কোনো দেওয়ানি বা ফৌজদারি মামলা বা অন্য কোনো প্রকার আইনগত ব্যবস্থা নিতে পারবেন না ।

৩২. প্রশ্ন: কোন কোন অপরাধের বিচারের জন্য ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হয় ?
উত্তর: নিম্নোক্ত আইনের আওতাধীন অপরাধের বিচারের জন্য ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হয়:

(১) Penal Code, 1860 (Act No. XLV of 1860) এর sections143, 144, 145, 147, 148, 152, 153, 160, 171E, 171F, 171G, 171H, 171I, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 225, 264, 265, 266, 267, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 352, 353, 354, 355, 356, 357,358;
(২) Public Gambling Act, 1867 (Act No. II of 1867);
(৩) Sarais Act, 1867 (Act No. XXII of 1867);
(৪) Touts Act, 1879 (Act No XVIII of 1879);
(৫) Ferries Act, 1885 (Act No.I of 1885);
(৬) Railways Act, 1890 (Act No. IX of 1890);
(৭) Ports Act, 1908 (Act No. XV of 1908);
(৮) Electricity Act, 1910 (Act No. IX of 1910);
(৯) Cinematograph Act, 1918 (Act No. II of 1918);
(১০) Juvenile Smoking Act, 1919 (Act No. II of 1919);
(১১) Poisons Act, 1919 (Act No. XII of 1919);
(১২) Cruelty to Animals Act, 1920 (Act No. I of 1920);
(১৩) Passport Act, 1920 (Act No. XXXIV of 1920);
(১৪) Cantonments Act, 1924 (Act No. II of 1924);

(১৫) Highways Act, 1925 (Act No. III of 1925);

(১৬) Forest Act, 1927 (Act No. XVI of 1927);

(১৭) Child Marriage Restraint Act, 1929 (Act No. 19 of 1929);

(১৮) Motor Vehicles Tax Act, 1932 (Act No. I of 1932);

(১৯) Places of Public Amusement Act, 1933 (Act No. X of 1933); ৫৯১৬ বাংলাদেশ গেজেট, অতিরিক্ত, জুলাই ২৩, ২০০৯

(২০) Petroleum Act, 1934 (Act No XXX of 1934);

(২১) Criminal Law (Industrial Areas) Amendment Act, 1942 (Act No. IV of 1942);

(২২) Vagrancy Act, 1943 (Bengal Act No. VII of 1943);

(২৩) Protection of Ports (Special Measures) Act, 1948 (Act No. XVII of 1948);

(২৪) Protection and Conservation of Fish Act, 1950 (East Bengal Act No. XVIII of 1950);

(২৫) Control of Entry Act, 1952 (Act No. LV of 1952);

(২৬) Building Construction Act, 1952 (West Bengal Act No. II of 1953);

(২৭) Control of Essential Commodities Act, 1956 (East Pakistan Act No. VIII of 1957);

(২৮) Animals Slaughter (Restriction) and Meat Control Act, 1957 (East Pakistan Act No. VIII of 1957);

(২৯) Pure Food Ordinance, 1959 (East Pakistan Ordinance No. LXVIII of 1959);

(৩০) Port Authorities Lands and Buildings (Recovery of Possession) Ordinance, 1962 (Ordinance No. IX of 1962);

(৩১) Censorship of Films Act, 1963 (Act No. XVIII of 1963);

(৩২) Agricultural Produce Markets Regulation Act, 1964 (East Pakistan Act No. IX of 1964);

(৩৩) Pilotage Ordinance, 1969 (East Pakistan Ordinance No. V of 1969);

(৩৪) Government and Local Authority Lands and Building (Recovery of Possession) Ordinance, 1970 (East Pakistan Ordinance No. 19 of 1970);

(৩৫) Pesticides Ordinance, 1971 (Ordinance No. II of 1971); বাংলাদেশ গেজেট, অতিরিক্ত, জুলাই ২৩, ২০০৯ ৫৯১৭

(৩৬) Bangladesh National Anthem, Flag and Emblem Order, 1972 (P.O. No. 130 of 1972);

(৩৭) Representation of the People Order, 1972 (President's Order No. 155 of 1972) ;

(৩৮) Printing Presses and Publications (Declaration and Registration) Act, 1973 (Act No. XXIII of 1973);

(৩৯) Bangladesh Wild Life (Preservation) Order, 1973 (President's Order No. 23 of 1973);

(৪০) Territorial Waters and Maritime Zones Act, 1974 (Act No. XXVI of 1974);

(৪১) Chittagong Port Authority Ordinance, 1976 (Ordinance No. LII of 1976);

(৪২) Mongla Port Authority Ordinance, 1976 (Ordinance No. LIII of 1976);

(৪৩) Inland Shipping Ordinance, 1976 (Ordinance No.LXXII of 1976);

(৪৪) Paurashava Ordiance, 1977 (Ordinance No. XXVI of 1977);

(৪৫) Seeds Ordinance, 1977 (Ordinance No. XXXIII of 1977);

(৪৬) Note-Books (Prohibition) Act, 1980 (Act No. XII of 1980);

(৪৭) Public Examinations (Offences) Act, 1980 (Act No. XLII of 1980);

(৪৮) Medical Practice and Private Clinics and Laboratories (Regulation) Ordinance, 1982 (Ordinance No.IV of 1982);

(৪৯) Drugs (Control) Ordinance, 1982 (Ordinance No. 8 of 1982);

(৫০) Standards of Weights and Measures Ordinance, 1982 (Ordinance No. XII of 1982);

(৫১) Chittagong City Corporation Ordinance, 1982 (Ordinance No. XXXV of 1982);

(৫২) Bangladesh Hotels and Restaurants Ordianance,1982 (Ordinance No. LII of 1982);

(৫৩) Fish and Fish Products (Inspection and Quality Control) Ordinance, 1983 (Ordinance No. XX of 1983);

(৫৪) Bangladesh Merchants Shipping Ordinance, 1983 (Ordinance No. XXVI of 1983);

(৫৫) Dhaka City Corporation Ordinance, 1983 (Ordinance No. XL of 1983);

(৫৬) Motor Vehicles Ordinance, 1983 (Ordinance No. LV of 1983);

(৫৭) Breast-Milk Substitutes (Regulation of Marketing) Ordinance, 1984 (Ordinance No. XXXIII of 1984);

(৫৮) Khulna City Corporation Ordinance, 1984 (Ordinance No. LXXII of 1984);

(৫৯) Bangladesh Standards and Testing Institution Ordinance, 1985 (Ordinance No. XXXVII of 1985);

(৬০) রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন আইন, ১৯৮৭ (১৯৮৭ সনের ৩৮ নং আইন) ;

(৬১) অস্থাবর সম্পত্তি হুকুম দখল আইন, ১৯৮৮ (১৯৮৮ সনের ২৬ নং আইন);

(৬২) ইট পোড়ানো (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সনের ৮ নং আইন) ;

(৬৩) আয়োডিন অভাবজনিত রোগ প্রতিরোধ আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সনের ১০ নং আইন) ;

(৬৪) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯০ (১৯৯০ সনের ২০ নং আইন);

(৬৫) খনি ও খনিজ সম্পদ (নিয়ন্ত্রণ ও উনড়বয়ন) আইন, ১৯৯২ (১৯৯২ সনের ২৯ নং আইন) ;

(৬৬) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরৰণ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১নং আইন) এর ধারা ১৫ এ উলিৱখিত টেবিলের ক্রমিক নং ৩ এবং ৪ (খ);

(৬৭) পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ আইন, ১৯৯৬ (১৯৯৬ সনের ৬ নং আইন);

(৬৮) বিমান-নিরাপত্তা বিরোধী অপরাধ দমন আইন, ১৯৯৭ (১৯৯৭ সনের ১৭ নং আইন);

(৬৯) মানবদেহে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংযোজন আইন, ১৯৯৯ (১৯৯৯ সনের ৫ নং আইন);

(৭০) সিলেট সিটি কর্পোরেশন আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ১০ নং আইন);

(৭১) বরিশাল সিটি কর্পোরেশন আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ১১ নং আইন), বাংলাদেশ গেজেট, অতিরিক্ত, জুলাই ২৩, ২০০৯ ৫৯১৯;

(৭২) এসিড নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০২ (২০০২ সনের ১ নং আইন);

(৭৩) অগিড়ব প্রতিরোধ ও নির্বাপণ আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ৭ নং আইন);

(৭৪) জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন আইন, ২০০৪ (২০০৪ সনের ২৯ নং আইন);

(৭৫) ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫ (২০০৫ সনের ১১ নং আইন);

(৭৬) সার ব্যবস্থাপনা আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৬ নং আইন);

(৭৭) বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ২৯ নং আইন);

(৭৮) কেব্‌ল্ টেলিভিশন নেটওয়ার্ক পরিচালনা আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৩৮ নং আইন);

(৭৯) বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৪২ নং আইন); এবং

(৮০) ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ২৬ নং আইন)।

তথ্যসূত্র:

মোবাইল কোর্ট আইন ২০০৯